



The Business Standard



FAREWELL CHAITRA, WELCOME BAISHAKH

Performers, clad in colourful dresses, bid farewell to Bangla year 1431 at Chaitra Sankranti festival at the Faculty of Fine Arts, Dhaka University, on Sunday. PHOTO: RAJIB DHAR

Bangladesh all set to celebrate Pahela Baishakh

FESTIVAL - BANGLADESH

MD JAHIDUL ISLAM

**Security beefed
up for peaceful
celebrations, say
police, RAB**

To celebrate the universal folk festival Pahela Baishakh, marking the Bangla New Year 1432, Bangladesh is in the final stages of preparation. The day is embraced with joy and enthusiasm, symbolising renewal, well-being, and the hope for peace, happiness, and prosperity.

The entire country, including the capital, comes alive with vibrant festivities. Cultural programmes, colorful decorations, and traditional music fill the air as various organisations celebrate the occasion with dignity and pride. Celebrations will begin today with the national anthem and the song "Eso He Baishakh."

The main event, Ananda Shobhajatra, will be held at 9am, organised by the Faculty of Fine Arts at Dhaka University. This year's pro-

cession will carry powerful symbolic floats, including representations of the "Face of Fascism" and the "Pigeon of Peace." These floats, which were torched by an unknown youth on 12 April, are being reconstructed.

Organisers said that the "Pigeon of Peace" was restored by Sunday while the "Face of Fascism" is expected to be completed by early morning on the day of the festival. The theme of this year's celebration is "Unity of Noboborsho, End of Fascism."

The Dhaka Metropolitan Police has identified a suspect in connection with the vandalism and expects to make an arrest before the procession. Dhaka University has filed a case with Shahbagh Police Station against unidentified members of the banned Chhatra League.

100-foot-long Patachitra at Shobhajatra

A 100-foot-long Patachitra—a traditional Bangalee scroll painting—will be the showstopper at this year's Ananda Shobhajatra, set to take place on Pahela Baishakh.

Unveiled at the Faculty of Fine Arts, the massive scroll is divided into five 20-foot segments, depicting legendary

1 SEE PAGE 4 COL 2



Bangladesh all set to celebrate Pahela Baishakh

CONTINUED FROM PAGE 5

tales such as Gazi's Pat, Bonbibi, Behula-Lakhindar, the Mughal era, Emperor Akbar's contributions, and the spirit of the July Movement.

Artist Nazir Hossain, who leads the project, said, "For the first time, the shobhajatra will showcase a breathtaking 100-foot Patachitra—an age-old traditional scroll painting segmented into five equal parts of 20 feet each. "With different names, it depicts the heritage and history of Bangladesh," he added.

The vibrant celebration will also feature a striking symbol titled the "Face of Fascism." Despite being previously destroyed by arson; artists are preparing a smaller version of the symbolic face.

"It's not aimed at any individual or group but sends a clear message against authoritarianism," said Misbah Uddin Ahamed, a contributing artist.

Assistant Proctor Md Israfil Prang said maximum security has been ensured for this year's Baishakh Shobhajatra, which starts at 9am from the Faculty of Fine Arts. The procession will pass the National Museum, circle Shahbagh, move past TSC and the Central Shaheed Minar, loop

around Doel Chattar, and return to the starting point.

A recreated face symbolising fascism—previously burned—will be featured, along with vibrant displays of Bengali heritage: hilsa, the Royal Bengal Tiger, doves, palanquins, folk horses, patachitra, watermelon slices, 'Mugdho' water bottles, and colorful masks, he added.

Participants include 28 ethnic communities, 200 guitarists, poetry groups, and students from various universities, he added.

He added that during the Shobhajatra, only the Nilkhet and Plashi Gates of the university will remain open, while all other gates will be closed.

All-out security measures

To ensure safety of the celebration programmes, law enforcement agencies, including police and RAB, have taken all-out security measures.

"We have already taken an all-encompassing measure to ensure foolproof security across the country to guarantee a peaceful and joyous celebration of the Pahela Baishakh," Assistant Inspector General (AIG) of media at the Police Headquarters, Enamul Haque Sagor, was

quoted by BSS as saying on the eve of the occasion.

Responding to a query regarding any potential security threats over celebration of the Pahela Baishakh, he said, "There is no security threat. But, we are well aware."

Adequate numbers of law enforcement agencies in uniforms and plainclothes have already been deployed in Dhaka and elsewhere to pursue a peaceful celebration of the Pahela Baishakh, said Sagor, also spokesperson of the Bangladesh Police.

Director General of RAB, Shahidur Rahman, said he believes this year's Pahela Baishakh festivities will be held in a more joyful and secure atmosphere compared to previous years.

RAB's patrol teams, including motorcycle units and vehicle patrols, will be deployed, and observation towers will be installed at major venues on the day, he told reporters after inspecting security arrangements at the Ramna Batamul, reports UNB.

With art, activism, and cultural pride at its core, this year's Anondo Shobhajatra promises to be a powerful celebration of Bengali heritage.



আলোকিত বাংলাদেশ

বাংলা নববর্ষ ১৪৩২

নববর্ষের ঐকতান ফ্যাসিবাদের অবসান

● মাহমুদ সালেহীন খান

আজ পহেলা বৈশাখ। নতুন পুরোনো সব বিভেদ ভুলে নতুন আলোয় আলোকিত হোক নতুন বছর, 'মুছে যাক গ্রানি, মুছে যাক জরা, অগ্নিস্নানে ভুঁচি হোক ধরা'। সময়ের ঢাকা ঘুরে বাংলা বর্ষপঞ্জিতে আজ শুরু হলো ১৪৩২ সনের দিন গণনা। বৈশাখ মাসের এই প্রথম দিনটি আমাদের সর সঙ্গীর্ঘতা, কপমুক্ততা পরিহার করে উদারনৈতিক জীবনব্যবস্থা গড়তে উদ্বুদ্ধ করে। আমাদের মনের ভেতরের সব ক্রন্দ, জীর্ণতা দূর করে: আমাদের নতুন উদ্যোগে

বাঁচার অনুপ্রেরণা দেয়। গত বছর এই আগস্ট দীর্ঘ ১৫ বছর ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর এবার ভিন্ন আমেজে পালিত হবে বাংলা বর্ষবরণ আয়োজন। বর্ষবরণ আয়োজনের শ্রেণিগত হচ্চে 'নববর্ষের ঐকতান, ফ্যাসিবাদের অবসান' প্রতিপাদ্য নিয়ে। এবারের বাংলা নববর্ষের উদযাপনে থাকছে ভিন্নতা। সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকে শুরু হবে 'আনন্দ শোভা যাত্রা'। ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে ঘৃণা জানিয়ে সবার সামনে থাকবে 'ফ্যাসিবাদের মুখাকুতি'। ফিলিস্তিনের প্রতি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

নববর্ষের ঐকতান ফ্যাসিবাদের

● ১ম পৃষ্ঠার পর

সহমর্মিতা জানিয়ে ২০০ শিল্পী পতাকা হাতে গান গাইবেন। পুরো আয়োজনজুড়ে আরও থাকছে জ্বলাই আন্দোলনের আবহ। আমার মুক্তি আন্দোলন আলোয় এই বার্তা দিয়ে সকাল ৬টায় রাজধানীর রমনা বটমুন্ডে বরাবরের মতো ছারানট বাংলা নববর্ষকে বরণ করে নেবে। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন অন্তর্ভুক্তিকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ সরকারি ছুটি। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হবে নববর্ষ উপলক্ষে নানা আয়োজন। দৈনিক পত্রিকাগুলো প্রকাশ করেছে বিশেষ প্রেক্ষাপট।

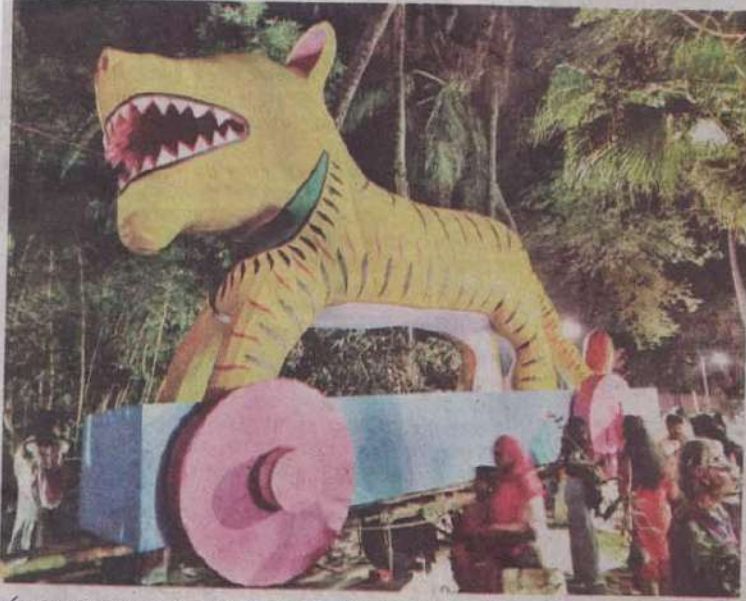
চারুকলা থেকে আনন্দ শোভা যাত্রায় যুক্ত হবে ফ্যাসিস্ট হাসিনার মুখাবয়ব। আনন্দ শোভাযাত্রার আয়োজনে থাকছে বড়, মাঝারি ও ছোট মোটর। এর মধ্যে বড় মোটর থাকবে ছয়টি। সবার সামনে থাকবে 'ফ্যাসিবাদের মুখাকুতি'। নারীর দাতব্য মুখাবয়বে মাথায় রয়েছে খাড়া দুটো শিং। শোভাযাত্রায় বড় মোটরের মধ্যে থাকবে কাঠের বাঘ, ইলিশ মাছ, ৩৬ জ্বলাই (টাইপোম্যাফিক), শান্তির পায়রা, পালাকি, জ্বলাই আন্দোলনে নিহত মুফের পানির বোতল।

এছাড়া অন্যান্য মোটরের মধ্যে থাকবে ১০টি সুলতানি ও মূল্য আমলের মুখোশ, ৮০টি ফ্যাসিবাদের মুখাকুতি, ২০টি রত্ন চরকি, ২০০টি বাঘের মাথা, ৮টি তালপাতার সেপাই, পলো ১০টি, ৫টি তুহিন পাখি, ৬টি মাছের চাঁই, ৪টি পাখা, ২০টি মাথাল, ২০টি ঘোড়া, ৫টি লাঙল, ৫টি মাছের ডোলা এবং ১০০ ফুট লোকজ চিত্রাবলীর ক্যানভাস থাকবে।

চারুকলার সম্মুখভাগের দেয়ালে আঁকা হয়েছে রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী শখের হাড়ির মোটর। জয়নুল শিব নিকেতন দেয়ালে আঁকা হয়েছে সাঁওতালদের ঐতিহ্যবাহী মাটির দেয়াল অমনরীতি অবলম্বনে চিত্র।

এবারের শোভাযাত্রায় অন্যান্য মোটরের পাশাপাশি ফিলিস্তিনের নিপীড়িত মুসলমানদের লড়াই ও সন্ন্যাসের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে তাদের প্রতীক হিসেবে তরমুজের মোটর থাকবে। শোভাযাত্রায় ফিলিস্তিনি গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 'তরমুজ ফিলিস্তিনের কাছে' ও 'প্রতিরোধ ও অধ্যবসায়ের প্রতীক'। ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে কয়েক দশক ধরে ফিলিস্তিনের জন্য একটি প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হলেও মূলত এটি তাদের পতাকা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর কারণ হলো, ফলটির বাইরের অংশের রঙ সবুজ। আর ভেতরের অংশগুলোর রং লাল, সাদা ও কালো। এ রঙগুলো ফিলিস্তিনের পতাকার রঙের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানমালায় এবার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে অংশ নেবেন দুই শতাধিক সংগীতশিল্পী। শুধু তাই নয়, শোভাযাত্রায় ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে শান্তির বার্তা দেবেন তারা। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, এবারের মঙ্গল শোভাযাত্রায় ২০০'র বেশি সংগীত শিল্পী অংশ নেবেন, পাশাপাশি ফিলিস্তিনি পতাকা ও তাদের প্রতি সমর্থনমূলক গান পরিবেশিত হবে। তিনি বলেন, পাশাপাশি ঢাকার আশপাশের যত মিউজিসিয়ান আছেন, যারা গিটার বাজাতে পারেন তাদের অনুরোধ করব, আপনারা গিটারটা নিয়ে রণাঙ্গনে চলে আসেন এবং সঙ্গে ফিলিস্তিনের একটা পতাকা রাখবেন। ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে ফারুকী বলেন, ফিলিস্তিনের জন্য যে গান এবং শোভাযাত্রা এটাকে আমি মনে করি, এটা খুবই জরুরিপূর্ণ সংযোজন এবারের শোভাযাত্রায়। আমি বাংলাদেশের রক মিউজিসিয়ানদের ধন্যবাদ জানাই। কারণ এ কাজ রক মিউজিসিয়ানদের ছাড়া সম্ভব না। নববর্ষ বরণের আনন্দ শোভাযাত্রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষ্ঠানের সামনে থেকে সকাল ৯টায় শুরু হবে। অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে। একইসঙ্গে বিকাল পাঁচটার মধ্যে নববর্ষের সব অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে। গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ছায়ানটের উদ্যোগে রাজধানীতে বর্ষবরণের প্রথম আয়োজন রমনা বটমুন্ডে শুরু হবে। সকাল সোয়া ৬টা থেকে শুরু হবে মূল পরিবেশনা। এতে অংশগ্রহণ করবেন নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রায় দেড়শত শিল্পী। থাকবে বৈশাখি গান ও কবিতা। মোট ২৪টি পরিবেশনার মধ্যে ৯টি সম্মিলিত গান, ১২টি একক গান ও কবিতা থাকবে তিনটি। এবারের নববর্ষের মূল কথন পাঠ করবেন ছায়ানটের নির্বাহী সভাপতি সারওয়ার আলী। ছায়ানট কর্তৃপক্ষ জানায়, মূল পরিবেশনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরুষেরা পরবেন মেসন রঙের পাঞ্জাবি ও সাদা পায়জামা। আর নারীরা পরবেন মেকন পাড়ের অফ হোয়াইট শাড়ি। শাড়ির রূপাটের সঙ্গে মিল রেখে এরইমধ্যে মুফের ডিজাইনে ও স্থান পেয়েছে মেকন রঙ। যদিও গত বছর এর রং ছিল সবুজ। এবারের বাংলা নববর্ষের মূল বার্তা আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। আলো, প্রকৃতি, মানুষ দেশপ্রেমের গান।



বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রার জন্য প্রস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গতকাল রাতের ছবি ● আলোকিত বাংলাদেশ



DU in Media

১ বৈশাখ ১৪৩২

14 April 2025

আমাদের সময়



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা গ্রাঙ্গশে গতকাল চৈত্রসংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

● আমাদের সময়



পহেলা বৈশাখের শোভাযাত্রার জন্য ফ্যাসিবাদের মুখাকৃতি পোড়ানোর পর গতকাল ঢাবির চারুকলায় আবার তৈরি করা হচ্ছে

● নজরুল ইসলাম



The Business Standard



বাংলাদেশ প্রতিদিন

নতুন বাংলাদেশে এলো বৈশাখ

ସ୍ଥାପନ ୧୫୭୨

সম্প্রীতি ও ঐক্য
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, দিব্য আবহে
বর্ষধারণের প্রস্তুতি

भारतभूतल विस्तारण सीमा

[illegible][illegible]

বিজ্ঞানভিত্তিক অস্বাস্থ্য, জলীয় বায়ুদূষণের দীর্ঘ সময়
যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নিম্নলিখিত কাজে লগ্ন করবে গণ জনসংখ্যা
স্বাস্থ্যকী সমস্যাগুলোর: বায়বীয় সুরক্ষার জন্য জল
জর প্রদান স্বাস্থ্যকর কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ
মোট প্রদান। মূল্যায়ন ১৯৮২-৯৩ সালে
অস্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা প্রত্যাপন করে এবং জল
পরিবেশে যুক্তভাবে প্রক্রিয়াকরণ প্রদান করে
করেছেন দেশব্যপী। প্রক্রিয়াকরণ জিজ্ঞাসে দেশে অস্বাস্থ্য
মূল্যায়ন: জল-অস্বাস্থ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়া
প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়া: যে জল
পানীয় জিজ্ঞাসে দেশে পরিবেশে জল প্রক্রিয়া
মোট প্রদান দেশব্যপী। জল প্রদান বায়বীয় বায়বীয়
প্রক্রিয়াকরণ জল বিশেষ প্রক্রিয়াকরণ জল প্রক্রিয়া

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

বাংলা ভাষার উপলক্ষে দেশ-বিদেশে ব্যবসায়ের সফল কার্যক্রমেও আর্থিক অভিমুখন ও প্রত্যক্ষ জননিবেশন বিশেষণের প্রচেষ্টা চোরাচালান থেকে প্রকাশ্যে গভর্ণর জার্নার উপস্থে নেবার এক কল্যাণে তিনি বলেন, 'সবচেয়ে প্রথম দিনে আমি সবার কল্যাণ ও শান্তি কামনা করছি। বিশেষণের স্বীকৃতিতে সমস্ত থেকে সুখে কাটা আসে, অমোঘ, অন্যায় ও অসহ্য। তারনিকে প্রবাহিত হোক শক্তির সুবাসে, সুস্থিতি পানি, সমস্ত জগৎ থেকে অনুভব।'

হাস্যময়, শিল্পপ্রভা এভাবেই, ব্যঙ্গরসের গ্রন্থ
 যৌথের ক্ষেত্রেও, উন্মীক শিল্পীরাই, বসন্তের
 প্রভাতের সার্বজনিক সন্নিবিষ্ট ভাসন্তরসের বিচিত্র
 সমাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে বিন্যাস আয়োজনে
 প্রাক-নির্বাণীক বৈশাল্য করণে করে প্রকৃতির
 সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক ভাসন্তর সঙ্গে সন্নিবিষ্ট।
 শেখের কাজে নিজেদের সর্বগণ করণে তা থেকে
 প্রকৃতির আসরে রাজধানীর ঘর-ঘর নির্ভরশীল
 শ্রেণি-গোষ্ঠার ব্যাপার, পাত্রা, ইন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম, মুগ্ধক
 ক্ষমতার পাশাপাশি ভাবধর্মের ব্যাপার সঞ্চারিত
 জীবিত, সজীব, উচ্ছ্বাসিত, সুখি, পালসার নানা
 আয়োজনে বৈশাল্য উদ্ব্যাপনে যেতে উভয়
 রাজধানীর সারা দেশ।

সংস্কৃতিবিদদের মতে, সত্যের উন্মেষণে ও ব্যক্তির মানসিকতার একাত্মকরণে জাতীয়তায় আজ কৈশোর প্রদর্শন। থাকবে নানা জটিলতা। তবুও বিশ্ববিমানের চরিত্রকে অনুশীলন করেই 'সবকিছুর আলোকে' সত্যের সন্ধান। জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে একাত্মের জাতীয়তায় স্তর হবে। এরপর জাতির মাত্রাভায়ে অগ্রসর হবে কৈশবীর জাতীয়তায় নির্মিত সংস্কৃতিতে বহুভাষাভাষী। ৩০ বছর পরে কৈশবীর বৈশাখী সূর্যমুখেরফলে বহুভাষী জাতীয়তায় বিশ্বের মিলনফল প্রদর্শন হবে।